শিশুদের নানা কিছু নিয়ে এই কলাম। রয়েছে কচিকাঁচাদের ভাল থাকা, শরীর-স্বাস্থ্য ও আরও নানা বিষয়। এবার ছোটদের নানারকম জুতো

বড়দের মতো ছোটদের জন্যও এখন বিভিন্ন স্টোর ও অনলাইন সাইটে নানারকম জুতো পাওয়া যায়। খুদে বলে স্টেটমেন্ট হবে এমন কিন্তু একেবারেই ভাবলে চলবে না। খুদেদের স্টাইল আইকন করে যাবতীয় জিনিসপত্রই এখন হাতের কাছে মজুত।

- রেগুলার ওয়্যারের জন্য ক্লোজ্‌ড শু পাওয়া যাচ্ছে ছেলেমেয়ে দু'জনেরই জন্য। মেয়েদের জুতোয় থাকছে গার্লি এমবেলিশমেন্ট, স্পার্কল-এর ব্যবহার। ছোট্ট ছেলেদের জুতোয় থাকছে তাদের পছন্দের কার্টুন ক্যারেক্টার, নাম্বার-এর মতো এমবেলিশমেন্ট।
- ছেলেদের জুতোর মধ্যে সবচেয়ে পপুলার ক্লোজ্‌ড শু স্নিকার্স। গ্রিন, ইয়েলো, গ্রে, অরেঞ্জ নানা রঙে পেয়ে যাবেন স্নিকার্স।
- বর্ষায় ছোটদের জন্য গ্রাফিক করা জুতো পাবেন। সঙ্গে বর্ষার আদর্শ ফ্লোটার্সও পাবেন নানা রঙে।
- মেয়েদের বর্ষার পাবেন মিকি মাউস, বাটারইফ্লাই গ্রাফিক। কালারে পিঙ্ক, পার্পল, হোয়াইটের প্রাধান্য বেশি।
- সেমিফর্মাল ওয়্যার-এর সঙ্গে পরার লোফার্স পাবেন ছোটদের জন্য। ডিজাইন ও কায়দা একেবারে বড়দের জুতোর বরাবর।

- ছোট্ট মেয়েদের ড্রেসের সঙ্গে মানানসই কালারফুল ব্যালেরিনাস, পাম্পস, বেলি শুজ পাবেন। রয়েছে লেজার কাট স্যান্ডেল, যা বর্ষায় স্টাইল ও কমফর্ট দুই-ই বজায় রাখবে।
- বেলি শুজ-এর ডিজাইনে পাবেন প্রচুর অপশন, সঙ্গে অগুনতি রংও রয়েছে। যে কোনও পোশাকের সঙ্গে কো-অর্ডিনেট করেও বেছে নিতে পারেন বেলি শুজ।
- ওয়েস্টার্ন পোশাকের সঙ্গে পরার জন্য পিপটোজ, হাই বুট্‌স, অ্যাঙ্কেল বুট্‌সও রয়েছে।
- ফ্লোয়ি গাউন বা ড্রেসের সঙ্গে মানানসই ব্রাইডমেড শুজও এখন পাবেন অনলাইনে।
- ছোটদের এথনিক পোশাকের সঙ্গে মানানসই স্যান্ডেল ও চপ্পল রয়েছে নানা রঙে। একই সঙ্গে ছেলেদের জন্য পাবেন কোলাপুরী জুতো ও চপ্পল।
- সালোয়ার কামিজ বা স্কার্টের সঙ্গে পরানোর মানানসই মোজরিও পাবেন স্টোর ও অনলাইনে।
- ছোটদের পা অত্যন্ত নরম, খেয়াল রাখবেন জুতো যেন আনকমফর্টেব্‌ল না হয়। পায়ে যেন কোনও চাপ না লাগে, দামের কথা ভেবে কমফর্ট কম্প্রোমাইজ একেবারেই না করা উচিত।

রাখিব যতনে

লঁজারি-র দুনিয়ায় এক বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড 'বডিকেয়ার'। স্টেট অফ আর্ট প্রযুক্তি ও অভিনব উপায়ে তৈরি করা হয় এই ব্র্যান্ডের দ্রব্য। বার্ষিক ১৫ লক্ষ ডজন দ্রব্য তৈরি হয় এই ব্র্যান্ডের। কাটিং, প্রিন্টিং, স্টিচিং, প্যাকিং এবং ফিনিশিং প্রতিটা ধাপে নেওয়া হয় বিশেষ যত্ন, যাতে প্রতিটা প্রোডাক্ট হয় নিখুঁত। সারা ভারতে 'বডিকেয়ার ক্রিয়েশন'-এর তিনটি অটোমেটেড প্লান্ট রয়েছে। ২,২৪,০০০ স্কোয়্যার ফিট বিস্তৃত এই স্টেট অফ আর্ট প্লান্টগুলোতে রয়েছে ইম্পোর্টেড মেশিনারি। ম্যানুফ্যাকচারিং পদ্ধতি এখানে মোট চারভাগে বিভক্ত—ডিজাইন, মেটিরিয়াল প্রসেসিং, সিউয়িং এবং বন্ডিং-মোল্ডিং ও কোয়ালিটি চেক। 'বডিকেয়ার' ব্র্যান্ডেরই প্রথম টেফলন ফিনিশ, লাইক্রা স্ট্রেচ, পোর্সিয়ান প্রিন্টেড, মোল্ডেড ও নন-প্যাডেড মোল্ড পদ্ধতি ব্যবহৃত লঁজারি আনা হয়। ২০০৫ সালে সেরা পাঁচটি ব্র্যান্ডের দৌড়ে ছিল বডিকেয়ার, ২০০৬, ২০০৭ ও ২০০৯ সালে 'সিএমএআই'-এর 'ব্র্যান্ড অফ দ্য ইয়ার' খেতাব পায় এই ব্র্যান্ড।

নতুন কালেকশন

'কল্যাণ জুয়েলার্স' নিয়ে এল তাদের নতুন গয়নার কালেকশন 'তেজস্বী'। এই কালেকশনে থাকছ সূক্ষ্ম ও নিখুঁত কারুকাজের মিনাকারি অলংকারের সম্ভার। সঙ্গে রয়েছে আনকাট ডায়মন্ডের তৈরি পোলকি ব্রেসলেট, নেকপিস, রানিহার, টিকলি, চোকার ও অন্যান্য। রাজস্থানি জহুরিদের হাতে তৈরি প্রতিটা গয়না এককথায় অনবদ্য।

নতুন মিষ্টিমুখ

ডেজার্ট লাভারদের জন্য সুখবর। 'বন অ্যাপেটি'-তে লঞ্চ হল নতুন ডেজার্ট মেনু। নতুন মেনুতে থাকছে নিউটেলা অ্যান্ড সিনামন ক্রিম, পিনাট বাটার অ্যান্ড স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি অ্যান্ড চিজ, চকোলেট কুকি ক্রাঞ্চ, সল্টেড ক্যারামেল ব্রাউনি, রাম সোক্‌ড ফ্রুট ব্রাউনি, নিউটেলা ব্রাউনি, এগলেস ওয়ালনাট ব্রাউনি ও ফ্লেভার্ড ক্রেপ। সঙ্গে রয়েছে রেড হ্যাপি জার-এর নানা ভেরিয়েন্ট—যেমন, রেড ভেলভেট অ্যান্ড ক্রিম চিজ, মোকা ক্যারামেল ক্রাঞ্চ, সিনফুল চকোলেট মুজ, তিরামিসু, ব্ল্যাক ফরেস্ট ও রাম অ্যান্ড চকোলেট, সানডে-তে রয়েছে ম্যাঙ্গো, লিচি, পাইন্যাপেল ও অন্যান্য নানা ফ্লেভার।

মিনিয়নস

ছোটদের কথা মাথায়রেখে 'ডিজাইন মাই কেক'-এ লঞ্চ করা হল অভিনব মিনিয়ন থিম্‌ড কাপকেক। সুস্বাদু কাপকেকের ওপর শোভা পাচ্ছে খুদে খুদে মিনিয়ন্‌স। কাপকেকের ফ্লেভারে থাকছে বাটারস্কচ, চকোলেট, রেড ভেলভেট ও আরও অনেক। আগামী ২৫ জুলাই পর্যন্ত থাকছে এই ব্যবস্থা।

সাজাব যতনে

'আইসিসিআর'-এর 'কমলা'-এ শুরু হয়েছে অভিনব টেবিলওয়্যার ও হোম ডেকর এগজিবিশন 'পত্রম'। চোখ- ধাঁধানো নিপুণ কারুকাজের ঘর সাজানোর সামগ্রীর পশরায় রয়েছে কলমকারি ও মধুবনি পেন্টিং করা ট্রে, ব্রেড বোর্ড, চিজ বোর্ড ও অন্যান্য। শান্তিনিকেতন ও ঝাড়খণ্ডের হাতে কাজ করা সেরামিকের পটারি, বাংলা ও অসমের কেন লন্ড্রি বাস্কেট, অসমের শিতলপাটি দিয়ে তৈরি টেবিল ম্যাট, দিল্লির তামার তৈরি বাসনপত্র ও অন্যান্যও রয়েছে এই প্রদর্শনীতে। রয়েছে কুশন কভার, পর্দা, টেবিল ক্লথ, বেড কভার, ন্যাপকিন ও আরও নানান সামগ্রী। আজই প্রদর্শনীর শেষ দিন। দোকান সকাল ১১ টা থেকে সন্ধে ৭ টা অবধি খোলা।

ইডলি উৎসব

'দ্য স্ট্যাডেল'-এর খাঁটি নিরামিষ দক্ষিণ ভারতীয় রেস্তোরাঁ 'রসম'-এ চলল ইডলি উৎসব। আ-লা-কার্ট মেনুতে ছিল রাজস্থানি ইডলি, কাঞ্চিপুরম ইডলি, গুজরাতি ইডলি, রাভা ইডলি ও মোলাগাপোডি ইডলি। প্রতি পদেরই দাম ৭০ টাকা। কর অতিরিক্ত।

টোটো

তপোবনের পথে। সঙ্গয় লাহিড়ি

তুষারমুকুটের হাতছানি

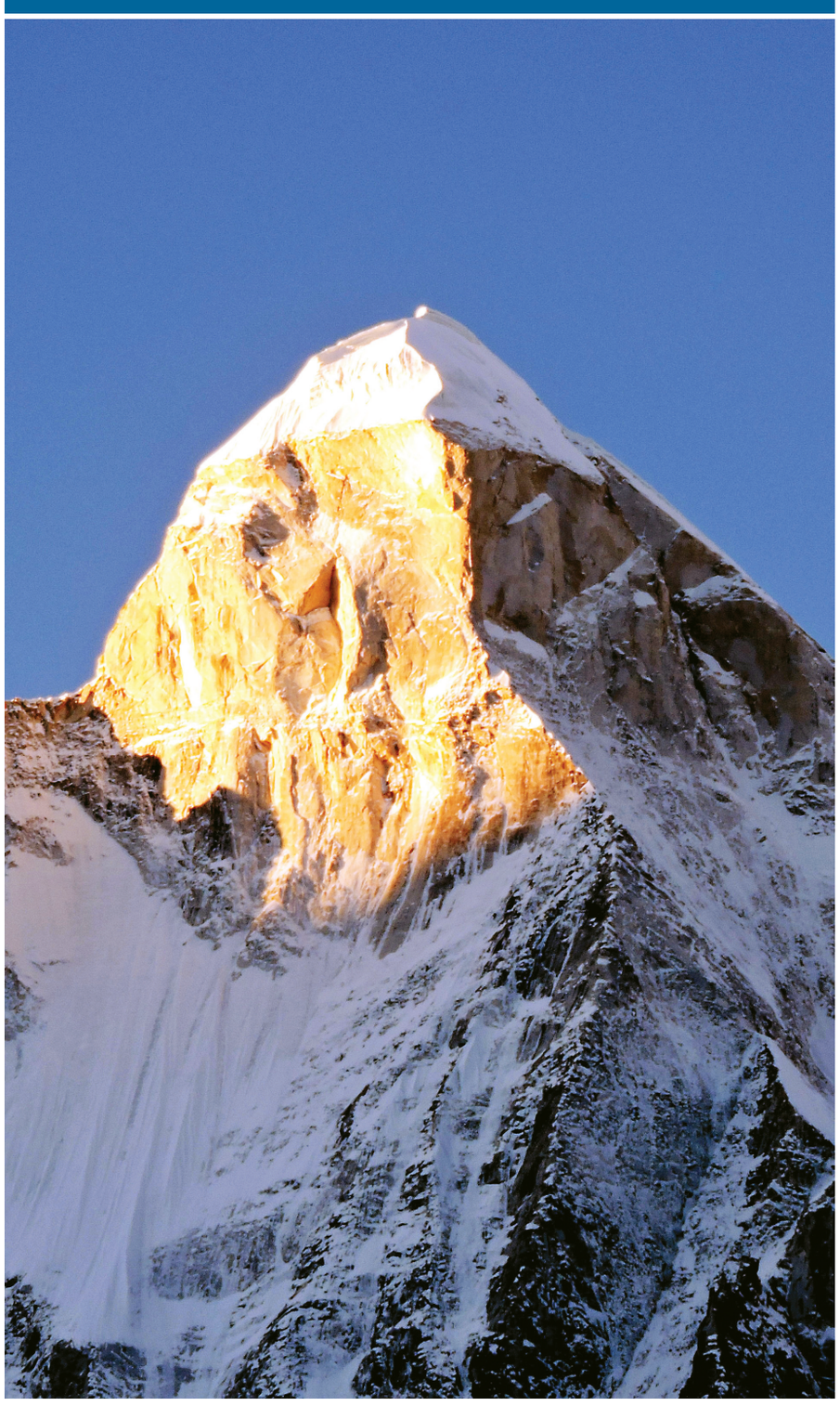

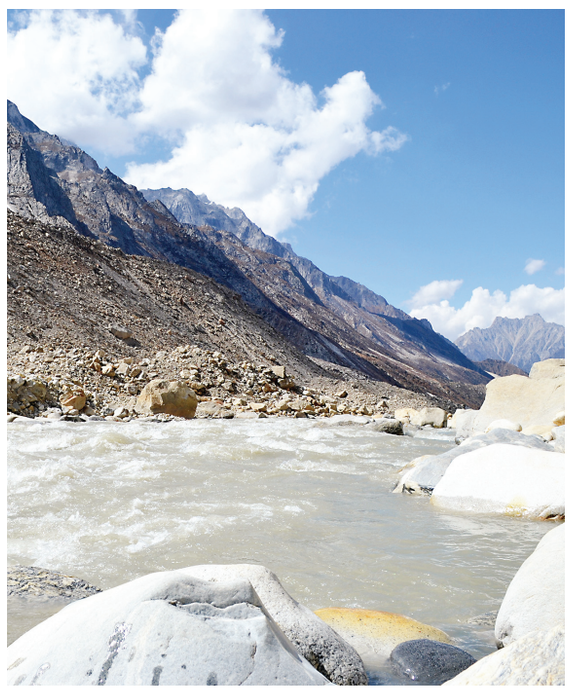

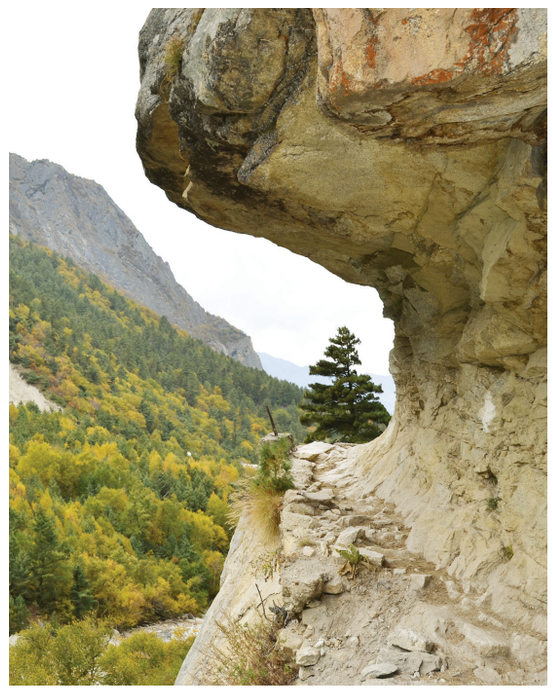

গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গোমুখ অতিক্রম করে উর্ধ্বমুখী পথে চারিদিকে তুষারশৃঙ্গে ঘেরা তপোবন প্রকৃতির অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য সম্বলিত এক মনোমুগ্ধকর স্থান। এই অঞ্চলটি দেখার ইচ্ছায় প্রথমে চলুন হরিদ্বার থেকে বাসে উত্তরকাশী। পরের দিন শেয়ার জিপে চলুন এক মনোরম যাত্রাপথে হরশিল হয়ে গঙ্গোত্রী। ভাগীরথীর তীরে এই জনপদটি দেখে আপনি হবেন অভিভূত। প্রথমে কোনও হোটেলে বা ধর্মশালায় উঠুন এবং তপোবন যাওয়ার জন্য গাইড বা পোর্টার ঠিক করুন। অবশ্যই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিস থেকে তপোবন যাওয়ার পারমিট সংগ্রহ করবেন। সময় কাটান গঙ্গামাতার মন্দিরে। মন্দির থেকে সিঁড়ির ধাপ নেমে গিয়েছে সগর্জনে প্রবহমান ভাগীরথীর ঘাট পর্যন্ত। সন্ধ্যায় উপভোগ করুন গঙ্গামাতার মন্দিরে সন্ধ্যারতি। পরদিন সকাল ভুজবাসার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ুন। গঙ্গোত্রী জনপদ ও মন্দির ছাড়িয়ে ধাপে ধাপে রাস্তা উর্ধ্বমুখী হালকা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। গঙ্গোত্রী ন্যাশনাল স্যাংচুয়ারির চেকপোস্টে নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে সংগ্রহ করুন প্রবেশপত্র। শুরু করুন পথচলা। দেখতে পাবেন তুষারমুকুটের হাতছানি। পথের ধারে বেশ কিছুটা নীচ দিয়ে ভাগীরথীর সগর্জনে বয়ে চলা। যেতে যেতে প্রত্যক্ষ করুন পাহাড়ের ওপর থেকে ঝরনার ঝরে পড়া। চিরবাসার আগে প্রবহমান জলধারা পার হতে হবে একটি সাঁকোর ওপর দিয়ে। চেকপোস্টে অল্প বিশ্রাম নিয়ে আবার পথে নামুন। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাগীরথীর তীর থেকে দূরে তুষারমুকুটের কোলে সূর্যাস্তের অনবদ্য দৃশ্য অনুভব করুন। চড়াইপথে উঠে গোমুখগামী রাস্তা ধরুন। প্রায় ঘণ্টা আড়াই চলার পর ডানদিকের পথ নেমে গিয়েছে গোমুখের পথে এবং বাঁদিকে বোল্ডারপূর্ণ চড়াই পথ চলে গিয়েছে তপোবন অভিমুখে। পাঁচ কিলোমিটার বিস্তৃত এই পথের কিছুটা এগোনোর পর দেখতে পাবেন গোমুখ হিমবাহ থেকে জলধারা বেরিয়ে আসার দৃশ্য। গোমুখের কাছের অঞ্চলটি বেশ ভাঙাচোরা হিমবাহের সমাহার। কিছুক্ষণ পর পরই ভেঙে পড়ছে ওপর থেকে বরফের চাঁই। এরপর আপনাকে বোল্ডার ও গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে চলতে হবে সাবধানে। শেষ দুই কিলোমিটার ঝুরো পাথরের ভীষণ খাড়াই রাস্তাটি অতিক্রম করে আপনি পৌঁছে যাবেন তপোবনের স্বর্গীয় পরিবেশে। তপোবনের সোনালি ঘাসে ছাওয়া বিস্তৃত উপত্যকাকে ঘিরে রয়েছে শিবলিঙ্গ, মেরু পর্বত, কেদারনাথ শৃঙ্গ, সুদর্শন এবং ভাগীরথী ১,২ এবং ৩ নং শৃঙ্গ। স্বচ্ছ জলের ধারার পাশে রয়েছে টেন্টিং গ্রাউন্ড, সেখানে টেন্ট থেকে প্রকৃতির রূপ মুগ্ধ হয়ে কাটিয়ে দিন বাকিটা সময়। চাইলে খানিকক্ষণের জন্য ঘুরে আসুন মৌনিবাবার আশ্রম। পরদিন ঘুরে দেখুন খাড়াপাথর। এখান থেকে তুষার কিরীটের সৌন্দর্য অপরিসীম। তপোবন থেকে নন্দনবন ও বাসুকিতালও ঘুরে আসা যায়।

কীভাবে যাবেন

ট্রেনে হরিদ্বার। হরিদ্বার থেকে বাস বা জিপে উত্তরকাশী। হৃষীকেশ থেকে বাস বা জিপে উত্তরকাশী যেতে পারেন। উত্তরকাশীতে একটি রাত কাটিয়ে পরদিন শেয়ার জিপে বা ভাড়া গাড়িতে গঙ্গোত্রী।

কোথায় থাকবেন

উত্তরকাশীতে থাকার জন্য রয়েছে হোটেল। গঙ্গোত্রীতেও থাকার জন্য রয়েছে বিভিন্ন মানের হোটেল, গেস্ট হাউস ও ধর্মশালা।

কী খাবেন

গঙ্গোত্রী পুরোপুরি নিরামিশাষী অঞ্চল। তবে রন্ধনের গুণে সুস্বাদু।

শিওরশট

সোমনাথ বিশ্বাস
পূর্বস্থলী, বর্ধমান

আপনাদের বেড়ানোর নানা ছবি পাঠিয়ে দিন 'আমি'-র দপ্তরে। ছবির সাইজ হবে ২০x১২cm, resolution ২০০। সেরা ছবি ছাপা হবে এই কলামে। লেখাও পাঠাতে পারেন। শব্দসংখ্যা ৭০০-র মধ্যে।

আমাদের ই-মেল আইডি : aamipratidin@gmail.com
অথবা পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়— 'আমি', সংবাদ প্রতিদিন
২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭২